JUN. 10 2002

শিশু পাঠ্যবই তৈরি হয়েছে ভারতীয় বই হুবহু নকল করে॥ সম্পাদনায় পেস্টার কম্পোজিটর বাইন্ডাররা!

নকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের শিশু-কিশোরদের পড়তে হবে বাংলাবাজারের পেস্টার, কম্পোজিটর ও বাইন্ডারের লেখা বা সম্পাদিত গ্রন্থ! ভারতীয় ভিন্ন বই হুবহু নকল করে তা নির্বাচিত করা হয়েছে শুদের পাঠের জন্য। জাতীয় নেতাদের মধ্যে হক-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী-জিয়ার জীবনী পড়তে দেয়া লেও তাদের বঙ্গবন্ধুর জীবনী পড়তে দেয়া হবে না। জনৈতিক ছড়া, রাজনৈতিক কলাম, প্রেম, এমনকি লীনতা স্থান পেয়েছে শিশুপাঠ্যে। পশু পালন, মাছ চাষ, রেশম চাষ, হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান আহরণ করতে হবে ছয় থেকে দশ বছর বয়সীদের। বিদেশের কাছ থেকে নয় কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এই কাণ্ড করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ। ঋণের এই অর্থ নিয়ে শুরু হয়েছে হরিলুট, উদ্ভট সব কাণ্ড। দেশের অখ্যাত, কুখ্যাত লেখক এবং নকলবাজ বা পাতাকাটা প্রকাশকদের বই দিয়ে পূরণ করা হয়েছে শিশু-কিশোরদের এই সম্পূরক বইয়ের তালিকা। নির্বাচিত মোট ২৩৬টি বইয়ের মধ্যে লেখক নামধারী অযোগ্য, নকলবাজ ও অখ্যাত ব্যক্তিদেরই প্রায় দেড় শ' বই

(এর পর ৩-এর পাতায়)

শিশু পাঠ্যবই তৈরি হয়েছে

(১২-এর এর পাতার পর)

নির্বাচন করা হয়েছে। নরওয়ের অর্থ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে শিশুদের হাতে এ ধরনের বই তুলে দেবার ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে প্রকৃত লেখক, প্রকাশকদের মধ্যে।

শিশু-কিশোরদের নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের সম্পূরক পাঠ্য নির্বাচনে নজিরবিহীন অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নামসর্বস্ব এমন সব প্রকাশক ও লেখকের বই তালিকায় স্থান পেয়েছে যার নাম অনেকের কাছে নতুন মনে হবে। গতিধারা নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের লেখা একটি গ্রন্থ চারটি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করেছে। এই চারটি গ্রন্থ শাক, মাছ, হাঁস, মুরগি ও পশু পালন নিয়ে। ঐ লেখকও বিষয়টি জানেন না। গতিধারার মালিকের রয়েছে বেনামে আরও সাতটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে কেবল গতিধারার সাতটি বই নেয়া হয়েছে। সূচীপত্র নামে একটি প্রকাশনার ১০টি বই এবং এই প্রকাশনার মালিক সাইদ বারীর পাঁচটি বই নির্বাচিত করা হয়েছে। শোভা প্রকাশনা থেকে ৩৪ লাখ, গতিধারা থেকে ৩৩ লাখ, দীপ্র থেকে ৩৫ লাখ, সূচীপত্র থেকে ৪৩ লাখ, আজকাল থেকে ২২ লাখ টাকার বই নেয়া হয়েছে। অথচ সৃজনশীল প্রকাশক সাহিত্য প্রকাশ, ইউপিএল, আগামী, অন্যপ্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঐতিহ্য, মুক্তধারা, অনুপম, শিখা, দিব্যসহ নামীদামী প্রকাশনা সংস্থার বই স্থান পেয়েছে দু'টি বা তিনটি। অন্যদিকে জালিয়াতি ও নকলের জন্য নিন্দিত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর ছয়টি থেকে দশটি বই নেয়া হয়েছে। দেশের নামকরা অনেক লেখক ও শিশুসাহিত্যিকের বইও নেয়া হয়নি। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবিরসহ খ্যাতিমান লেখকদের বই নেয়াই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রোকনুজ্জামান খান, হুমায়ুন আহমেদ, জাফর ইকবাল, শওকত আলী, মোবারক হোসেন খান, আহমদ ছফাসহ কয়েকজন খ্যাতিমান লেখকের দু'একটি করে বই নেয়া হয়েছে মুখ রক্ষার জন্য। ... নির্বাচনের জন্য জা... সরকার ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। নতুন কমিটিতে শিক্ষাবিদ হিসাবে নেয়া হয় অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, সাবেক সচিব ইরশাদুল হক, অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, নাট্যব্যক্তিত্ব আতিকুল হক চৌধুরী ও অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে। সূত্রমতে, বই নির্বাচনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদ শফিক। তিনি নিজেকে একটি ভবনের লোক হিসাবে জাহির করেন। শিক্ষাবিদদের একজন জানান, মূলত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকের ওপর তাঁরা নির্ভরশীল ছিলেন। কমিটির শিক্ষাবিদদের মধ্যে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ ছাড়া বাকিরা সক্রিয় লেখালেখি করেন না বা প্রকাশকদের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁরা শিক্ষাবিদ হলেও বাংলাবাজারের প্রকাশক নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সূত্রমতে, এদিকে পরিচালকের সঙ্গে রয়েছে অখ্যাত, নামসর্বস্ব, কিছু প্রকাশনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলাবাজারের অসাধু সিন্ডিকেটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ওপেন সিক্রেট। যে কারণে তিনি যাঁদের পছন্দ করেছেন তাঁদের বই নেয়া হয়েছে সংখ্যা ও টাকার অঙ্কে বেশি। বই নির্বাচন কমিটিতে শিক্ষাবিদ হিসাবে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ বলেন, বিজ্ঞাপনের শর্ত অনুযায়ী বই বাছাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি।

এদিকে বিশিষ্ট লেখক মুনতাসীর মামুন জনকণ্ঠকে বলেন, গত সরকারের সময় বই নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এই তালিকা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি বলেন, বইয়ের তালিকা তিনি দেখেননি তবে পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে তাঁর মনে হয়েছে, দেশের শিশুসাহিত্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের বই তালিকায় স্থান পায়নি। দু'একটি পেয়েছে, যা ব্যতিক্রম। তিনি এই তালিকাকে উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখ করে বলেন, এটা ভবিষ্যতের জন্য শুভ হবে না। আমাদের শিশুদের পড়ানোর জন্য এই তালিকার বাইরে উৎকৃষ্ট মানের অসংখ্য বই রয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।